২৭ সেপ্টেম্বর, ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যাংকার্স সভা
গভর্নর মহোদয়ের বক্তব্য

ঈদের শুভেচ্ছা । গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেবার পর দ্বিতীয়বারের মতো আপনাদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে আলাপে বসেছি । এই ক'মাসে দেশের এবং বিশ্বের অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে । বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকেও অনেক নীতি-নির্ধারণীমূলক নয়া উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । এগুলোর প্রভাব আপনাদের কর্মকান্ডে কতোটা পড়ছে এবং এগুলো আরো ভালোভাবে রূপায়ন করতে হলে আমাদের আরো কী কী করতে হবে সে বিষয়ে আপনাদের মতামত জানার প্রয়োজন রয়েছে । সে কারণেই আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি ।

বিনিয়োগ চাঙ্গা করা চাই ঃ

গেল অর্থ বছরের মতোই চলতি অর্থ বছরের প্রথম কোয়ার্টারেও বিনিয়োগ পরিস্থিতিতে চাঙ্গাভাব লক্ষ্যনীয় ছিল না । ফলে, ব্যাংকিং খাতে বাড়তি তারল্য ছিল চোখে পড়ার মতো । তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়ে এ পরিস্থিতির খানিকটা সামাল দেবার চেষ্টা করেছে । টেকসই প্রবৃদ্ধির ধারায় গতি আনতে হলে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে ব্যাংকগুলোর নতুন করে বোঝাপড়া এবং নতুন বিনিয়োগ উদ্যোগকে সহায়তা দেবার প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিদিনই বিদেশী মুদ্রার মজুত বাড়ছে । তাই বিনিয়োগের জন্যে প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রার সরবরাহ নিয়ে কোনো দুঃশ্চিন্তা নেই । নয়া অর্থ বছরের শুরুতেই আমরা যে মুদ্রা নীতির ভঙ্গিটি প্রকাশ করেছি তাতে ইংগিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনে বিদেশী মুদ্রার মজুতকে বিনিয়োগের ব্যবহার করতে আমরা দ্বিধা করবো না । এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সৃজনশীল বিনিয়োগ উদ্যোগ নিয়ে আমরা কাজ করছি । আশা করছি ধীরে ধীরে বিনিয়োগ পরিস্থিতির উন্নতি হবে ।

দীর্ঘমেয়াদী বড় বিনিয়োগ বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষি ও এসএমই খাতে বিশেষ করে ক্ষুদে ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে সহায়তা করাও ব্যাংকগুলোর অন্যতম দায়িত্ব বটে । এভাবে এগুলেই আমরা সাম্য-সহায়ক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারবো । এমন ধারার উন্নয়ন হলে আমাদের একদিকে উৎপাদন বাড়বে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানও বাড়বে । বাড়বে সাধারণ মানুষের আয় রোজগার । এই লাইনে ব্যবসায় এবং উদ্যোগকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ব্যাংকগুলো তাদের নিজেদের “ভিশন ও মিশন” পরিস্কার করে তুলে ধরবে এবং সামাজিক ও পরিবেশ-বান্ধব সাম্য-সহায়ক প্রবৃদ্ধির (inclusive growth) প্রতি তাদের অঙ্গীকার আরো স্পষ্টতর করবে বলে আমি প্রত্যাশা করছি ।

তারল্য ব্যবস্থাপনা ও সম্পদের বহুধাকরণ ঃ

একদিকে বিনিয়োগে স্থবিরতা, অন্যদিকে বিদেশ থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়ে যাচ্ছে । ফলে, ব্যাংকে তারল্যের পরিমাণ বাড়ছে । এই বাড়তি তারল্যকে দ্রুত বিনিয়োগে নিয়োজিত করাই ব্যাংকিং খাতের জন্য এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে । দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এমন পরিস্থিতিতেও দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ব্যক্তি খাতের ব্যাংকগুলো উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থান সৃজনকারী এসএমই ও কৃষি খাতের চেয়ে ভোগ-সহায়ক খাতে ঋণ দিতে বেশি উৎসাহী ।

মনে রাখতে হবে, পশ্চিমের অর্থনীতিতে ব্যাংকগুলো বেশি বেশি ভোগ-সহায়ক ঋণ দিয়ে পরিবারগুলোকে তাদের আয়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করার জন্যে ঋণের বানে ভাসিয়ে দিয়েছিল । আর তার পরিণতি কি ভয়াবহ হয়েছিল তা আমাদের সকলের জানা আছে । আমাদের দেশের ব্যাংকগুলো এই মন্দ উদাহরণ থেকে শিক্ষা নেবে বলেই আমি আশা করছি । বাংলাদেশ ব্যাংক খুব খুশি হবে, যদি আমাদের দেশের ব্যাংকগুলো ব্যক্তি ও পরিবারকে অপ্রয়োজনীয় ভোগ-সহায়ক ঋণের জলে না ডুবিয়ে বরং ব্যক্তিখাতে দেয়া সার্বিক ঋণ প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে যেন কম হারে এ খাতে ঋণ দেয় । পাশাপাশি তারা যেন উৎপাদনশীল খাতে আরো বেশি করে ঋণ দেয় ।

চলমান পাতা......./০২

নতুন বাড়ি নির্মাণে ব্যাংক ঋণ খারাপ নয় । কিন্তু একই পরিবারের একাধিক বাড়ি বা ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্যে বেশি বেশি ঋণ দেয়া আখেরে ফটকাবাজি কর্মকান্ডেরই নামান্তর । এতে করে বাড়ি ঘরের দাম খুব বেশি হারে বেড়ে যাবে এবং সম্পদের মূল্য বুদবুদ দেখা দেবে । হাউজিং খাতে মর্টগেজ নির্ভর নিরাপত্তার বিপরীতে সেকেন্ডারী বাজার নির্মাণ না করা গেলে, বাড়ি নির্মাণের জন্যে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেবার ফলে ব্যাংকগুলোর কাছে ঋণের চাহিদা যখন বেড়ে যাবে তখন পশ্চিমের মতো তারল্য সংকট দেখা দিতে পারে । বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোকে হাউজিং খাতে বিনিয়োগ করার সময় এই ধরণের ঋণের চোরাগলির কথা মনে রাখতে হবে ।

হালে অনেক ব্যাংক তাদের বাড়তি তারল্য পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছে । বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশনের কার্যকরী, সতর্কতামূলক ও পূঙ্খানুপুঙ্খ কম্‌প্লাইয়েন্স গাইডলাইন মেনে এ ধরণের বিনিয়োগে দোষের কিছু নেই । অন্যথায়, পুঁজিবাজারে মূল্য ওঠানামায় বড় ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে । এর ফলে বড় আকারের লোকসান দেখা দিলে ব্যাংকের মূল পুঁজিতে টান পড়তে পারে । তাতে আমানতকারী ও ইকুইটির মালিকদের বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে । তাই সব দিক ভেবে চিন্তেই ব্যাংকগুলোকে নিরাপদ বিনিয়োগের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । আর সে কারণেই আমরা প্রতিটি ব্যাংককে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করার জন্যে আলাদা সাবসিডিয়ারী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি । আশা করছি, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই ব্যাংকগুলো এই কাজটি সম্পন্ন করে ফেলবেন ।

এবারে আন্তব্যাংক বাজার নিয়ে দুটো কথা । ডেপুটি গভর্নর মহোদয়ের প্রস্তবানুযায়ী DIBOR চালু করা গেলে তা স্বল্পমেয়াদী মার্কেট ইন্স্ট্রুমেন্ট, যেমন commercial paper, forward rate arrangement ইত্যাদি চালুতে সহায়ক হবে, তেমনি আবার আন্তঃব্যাংক বাজারের বিস্তৃতি ও গভীরতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করি । ক্রমান্বয়ে এটি দীর্ঘমেয়াদী অন্যান্য ইন্স্ট্রুমেন্ট চালুতেও সাহায্য করবে । এছাড়া, বর্তমান কলবাজারে যে segmentation আছে তাও দূর করবে । তবে DIBOR ঘোষনার দায়িত্ব ব্যাংকারদেরকেই নিতে হবে । এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মাত্র ।

মূলতঃ মুদ্রানীতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখে সুষ্ঠু আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি অর্জন করাই বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কাজ । সে জন্যে আগামীতে মুদ্রানীতির ভঙ্গি নির্ধারণের আগে আপনারাসহ অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মতামত সংগ্রহ করার উদ্যোগ আমরা নেব । এ বিষয়ে আপনাদের সুনির্দিষ্ট মতামতের প্রত্যাশায় রইলাম। তবে, আমাদের মতো গরিব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়ন সহায়ক আরও অনেক উদ্যোগও নিতে হয় ।

এখন আমি সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় নিয়ে আলাপ করতে চাই । প্রথমেই কৃষি ।

আলোচ্যসূচী ঃ কৃষি ঋণ বিতরণ মনিটরিং কৌশল ।

আপনাদের হয়তো স্মরণে আছে, দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথম ব্যাংকার্স মিটিং-এ আমি দরিদ্র বান্ধব প্রবৃদ্ধি এবং এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে কৃষি খাতের উন্নয়নের প্রতি জোর দিয়েছিলাম । আপনারা হয়তো অনেকেই মনে করছেন বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে ব্যাংকার্স মিটিং-এ উচ্চমার্গের কথাবার্তার স্থলে আমি সনাতন কৃষির প্রতি এত জোর দিচ্ছি কেন । এক্ষেত্রে আমি অতীত ও সমকালীন ঘটনার উদাহরণ দিতে চাই । অতীত হিসাবে কবি গুরুর সেই উক্তি-

> " দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
> দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু ।
> দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
> ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
> একটি ধানের শিষের উপরে
> একটি শিশিরবিন্দু ।"

চলমান পাতা......../০৩

ব্যাংকিং সেক্টরের মূল কাজ হলো দেশের প্রকৃত খাতসমূহকে (real sectors) সহায়তা দেয়া এবং জনগণের বৈধ ব্যাংকিং সেবার প্রয়োজন মেটানো। কিন্তু, ব্যাংকারগণ কৃষি খাতকে কাঙ্খিত সহায়তা দিয়েছেন বলে আমি মনে করি না। কেননা, আমাদের মোট বিতরণকৃত ঋণের মধ্যে মাত্র ৮% কৃষি খাতে প্রদত্ত ঋণ।

এবার আসুন সমকালীন প্রেক্ষাপট-সেটিও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। প্রতিবেশী দেশ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের Annual Report দেখুন। ভারতে মোট ঋণের ১২.৪০% ঋণ কৃষি খাতে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষি খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে modern innovative techniques প্রয়োগের পাশাপাশি কৃষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে শস্য বহুমূখীকরণ, উৎপাদনশীলতার উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তির ব্যবহার, কৃষি বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন, শস্যবীমা চালুকরণ, সেচ অবকাঠামোর উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রেও সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজর দেয়ার বিষয়টি বিবৃত হয়েছে। সংগতকারণে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক কৃষি খাতে কেবলমাত্র indicative target নির্ধারণই নয় বরং এ বছর থেকে কৃষি ঋণ বিতরণ মনিটরিং এর জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট (যথা, ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা পর্যায়ে মনিটরিং ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পর্যায়ে মনিটরিং) মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর প্রধান কার্যালয় ভিত্তিক মনিটরিং ঃ

কৃষি ঋণ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ (এসিএসপিডি)-এ একটি "কৃষি ঋণ মনিটরিং সেল" গঠন করা হয়েছে। ঋণ কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য এসিএসপিডি কর্তৃক একটি ছক প্রস্তুত করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে সার্কুলার আকারে (এসিএসপিডি সার্কুলার লেটার নং-০৭, তারিখ ০৭/৯/২০০৯) ব্যাংকসমূহের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

ক) কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো প্রতিশ্রুত সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রার পাশাপাশি শাখা পর্যায়ের লক্ষ্যমাত্রা ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা মোতাবেক ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করছে কিনা তা প্রধান কার্যালয় কর্তৃক অফ-সাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে মনিটর করা হবে এবং অফ-সাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে নমুনা ভিত্তিতে অন-সাইট সুপারভিশনও পরিচালনা করা হবে। অন-সাইট সুপারভিশনে যথাযথ খাতে ঋণ প্রদান করা হয়েছে কিনা, গ্রাহকগণ হয়রানীমুক্তভাবে ঋণ পেয়েছেন কিনা ইত্যাদি তথ্য যাচাই করা হবে। তথ্য যাচাইকালে যে সমস্ত গ্রাহকগণ ঋণ পেয়েছেন এবং যে সমস্ত গ্রাহকগণ ঋণের জন্য আবেদন করে ঋণ পাননি নমুনা ভিত্তিতে উভয় প্রকার গ্রাহকদের সংগেও পরিদর্শকগণ আলাপ করবেন।

খ) NGO linkage এর আওতায় প্রদত্ত ঋণও প্রধান কার্যালয় হতে মনিটর করা হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক এর শাখা পর্যায়ে মনিটরিং ঃ

বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসের আওতাধীন ব্যাংকগুলো কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং এর জন্য শাখা অফিসসমূহে গঠিত "কৃষি ঋণ মনিটরিং সেল" ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে।

ক) প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি আমাদের শাখা অফিসগুলোও অফ-সাইট ও অন-সাইট সুপারভিশনের মাধ্যমে কৃষি ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম মনিটর করবে।

খ) প্রকৃত কৃষকগণ যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ পান তা নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ঋণ বিতরণের জন্য আয়োজিত সভায় শাখা অফিসগুলোর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন।

গ) শাখা অফিসগুলো কৃষি ঋণ বিতরণে কোন অনিয়মের অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে।

চলমান পাতা......../০৪

ব্যাংক পর্যায়ে মনিটরিং ঃ

Corporate business strategy এর অংশ হিসাবে কৃষি ঋণ বিতরণে top management হিসাবে আপনাদের clear vision and direction থাকতে হবে । কৃষি ঋণ বিতরণ মনিটরিং এর জন্য Core Group বা Cell থাকবে যারা মাঠ পর্যায়ের performance নিয়ত মনিটরিং করবে । নতুন নতুন initiatives নেয়া এবং মাঠ পর্যায়ে যে কোন সমস্যার corrective actions নেয়ার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে । আপনাদের Regional office গুলো উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ ও branch level এর মধ্যে co-ordinate এর দায়িত্ব পালন, ঋণ বিতরণ ও ঋণ আদায়ে সরাসরি শাখা পর্যায়ের সংগে যোগাযোগ, NGO linkage এর তদারকী এমনকি সফল ও potential borrower দের সংগেও যোগাযোগ করবে । কৃষি ঋণ বিতরণে এ কর্মসূচীর সিংহভাগ সাফল্য নির্ভর করছে আপনাদের শাখাগুলোর performance এর উপর । ফলে, শাখাগুলোর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণের বিষয়ে আপনাদের প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক যথাযথ কৌশল গ্রহণ করতে হবে । পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি বিশেষ করে মোবাইল ফোন, ই-মেইল ইত্যাদির ব্যবহার কিভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে বিষয়েও আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ।

ক) কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা আরও কার্যকর করার পাশাপাশি প্রতিটি জেলায় যেখানে আপনাদের শাখা রয়েছে সেখানে কমপক্ষে একটি মডেল ইউনিয়ন গড়ে তুলতে পারেন । যেখানে সকল যোগ্য ঋণ আবেদনকারী যথাসময়ে সকল প্রকার কৃষি/পল্লী ঋণ পেয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারেন । কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম ও মডেল ইউনিয়ন/গ্রাম গড়ে তোলার কার্যক্রমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও প্রয়োজনে স্থানীয় পেশাজীবিদের/গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে । প্রকৃত কৃষকগণ যাতে সহজে এবং সময়মত স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কৃষি ঋণ পান তা নিশ্চিতকল্পে স্থানীয় উক্ত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ঋণ বিতরণের জন্য আয়োজিত সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিসগুলোর প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন এবং সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নব-নিযুক্ত কর্মকর্তাদের তাদের প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে এ সমস্ত মডেল ইউনিয়ন পরিদর্শন এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে । আমি নিজে বা আমার প্রতিনিধিগণও এ ধরণের মডেল এলাকা পরিদর্শন করবেন । সম্প্রতি ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ারম্যান মহোদয় সিলেট বিভাগের ফেঞ্চুগঞ্জ শাখা উদ্বোধনকালে সেখানকার একটি গ্রামকে কৃষি/পল্লী ঋণ বিতরণের মাধ্যমে মডেল গ্রাম হিসাবে গড়ে তোলার ঘোষণা প্রদান করেছেন । তাঁর এ উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই এবং আপনাদেরকে ন্যাশনাল ব্যাংকের উদাহরণ অনুসরণের আহ্বান জানাই ।

খ) রেয়াতী (২%) হার সুদে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ফসল যেমন-ডাল, তৈলবীজ, ভুট্টা ও মসলা জাতীয় ফসল চাষের জন্য ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চলনবিল এর মতো সম্ভাবনাময় এলাকায় 'মসলা ভিলেজ' স্থাপনে ব্যাংকগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে । আমদানী বিকল্প কৃষি পণ্য বিশেষ করে রেয়াতী হারে মসলা ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে তেমন কোন প্রচার নেই যা এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অপরিহার্য । এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে **উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটি ও ইউনিয়ন কৃষি ঋণ কমিটির** কার্যক্রমকে সক্রিয় ও জোরদার করা খুবই প্রয়োজন । এ সকল কমিটির সভা নিয়মিত আহ্বান ও সভার কার্যবিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিসে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে । প্রয়োজনে উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভাগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকবেন ।

ব্যাংকসমূহের এনজিও লিংকেজ ব্যবহারের বিষয়ে আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই ঃ

ক) কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য প্রত্যেক ব্যাংককে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট এনজিও এর সাথে চুক্তি সম্পাদন/সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করতে হবে । উক্ত চুক্তি/সমঝোতা স্মারকে এনজিওদের সেক্টর ও এলাকাভিত্তিক ঋণ বিতরণ পরিকল্পনা/কর্মসূচী থাকতে হবে ।

খ) চুক্তিতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে সুদের হার উল্লেখ করতে হবে ।

গ) গুটিকয়েক এনজিও এর প্রতি পুঞ্জিভূত/কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রবণতা রোধকল্পে ব্যাংকগুলোকে স্থানীয়ভাবে সফল এনজিও এর খোঁজ করতে হবে ।

চলমান পাতা......../০৫

ঘ) কৃষি ঋণ নীতিমালা মোতাবেক যাতে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে তার জন্য এনজিও/সুবিধাভোগীদের উপর নজরদারীত্ব/তত্ত্বাবধান থাকতে হবে ।

ঙ) ব্যাংকগুলো কর্তৃক এনজিও এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের তথ্য মাসিক ভিত্তিতে কৃষি ঋণ মনিটরিং সেলে দাখিল করতে হবে ।

চ) এনজিও এর মাধ্যমে বিতরণকৃত ঋণের বিষয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক পরিদর্শন করবে ।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কৃষি খাতে অর্থায়নের প্রধান উৎস । সংগতকারণে, এ সমস্ত ব্যাংক কর্তৃক কৃষি ঋণ বিতরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচ্য । পক্ষান্তরে, অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে আলোচ্য ব্যাংকগুলো এ ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করছে না । উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য যে, উপর্যুক্ত ব্যাংকগুলো সিলেট বিভাগে গতবছর তাদের লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ৫৬% ঋণ বিতরণ করেছে । এ বছর উক্ত লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ আমরা অর্জন করতে চাই ।

বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকের পাশাপাশি সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে সাধারণ কৃষকদের মাঝে সরাসরি ঋণ বিতরণের পাশাপাশি লক্ষ্যমাত্রার **অবিতরণকৃত** অংশ NGO linkage এর মাধ্যমেও বিতরণ করতে পারে । আমি পূর্বেই বলেছি কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জাতীয়ভাবে পরিচিত/প্রতিষ্ঠিত NGO linkage এর পাশাপাশি স্থানীয়/আঞ্চলিকভাবে সংগঠিত/প্রতিষ্ঠিত NGO linkage গুলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে । NGO linkage এর মাধ্যমে যে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হবে তার জেলা/অঞ্চলওয়ারী তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ও বাংলাদেশ ব্যাংকের আঞ্চলিক অফিসে প্রেরণ করা হলে উক্ত ঋণ কার্যক্রম যথাযথভাবে তদারকী করা সম্ভব হবে ।

কৃষি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী অক্টোবর মাস থেকে কৃষি ঋণ বিতরণের কাজ শুরু করার কথা । ফলে কৃষি সম্পৃক্ত দরিদ্র মানুষকে কিভাবে পরিবর্তন তথা উন্নয়নের কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত করা যায়, কিভাবে কৃষি ঋণ কর্মসূচীকে আরো বেশী গ্রাহক কেন্দ্রীক, কার্যকর ও ফলপ্রসু করা যায় সে ব্যাপারে আপনাদের এখনই কর্মোদ্যোগের সময় । বিলম্ব অপরিণামদর্শী হবে ।

ফলে, আমাদের প্রত্যাশার প্রতি সাড়া দেয়ার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি ।

আলোচ্যসূচী ঃ SME খাতে বিনিয়োগ ।

সারা দেশে বড় বিনিয়োগের হার যখন আশাপ্রদ নয় তখন SME খাতে বিনিয়োগে বেশী করে মনোযোগ দেয়ার জন্যে ব্যাংকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । বিশেষ করে সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোর ঢাকার বাইরে অনেক শাখা আছে তাই তাদের পক্ষে SME খাতে আরো বেশি বিনিয়োগ করা সম্ভব ।

- SME খাতে মহিলা উদ্যোক্তারা পর্যাপ্ত সহায়তা পাচ্ছে না । এ খাতে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত re-finance তহবিল প্রায় অব্যবহৃত রয়ে গেছে ।
- মহিলা উদ্যোক্তা চিহ্নিত করার সমস্যা রয়েছে বলে ব্যাংকাররা অভিমত ব্যক্ত করেন । আসলে সমস্যা mindset এর । এক্ষেত্রে একটু ঝুঁকি বেশি থাকলেও আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে । প্রকৃত উদ্যোক্তা চিহ্নিতকরণের সমস্যা থাকলেও Women Entrepreneurs Association এর সহায়তা নেয়া যেতে পারে ।

চলমান পাতা......../০৬

আলোচ্যসূচী ঃ **Renewable Energy খাতে বিনিয়োগ** ।

- Renewable Energy খাতে ব্যাংকারদের কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না । এ খাতে বিনিয়োগের সুদূরপ্রসারী ফলাফল বিবেচনা করতে হবে । এটি আপনাদের CSR কর্মকান্ড হিসাবেও বিবেচিত হতে পারে ।

- এ খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের নীতিমালা যদি সহায়ক নয় বলে আপনারা মনে করেন তবে সুপারিশ পেলে নীতিমালায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যেতে পারে ।

আলোচ্যসূচী ঃ **Basel-II বাস্তবায়ন** ।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালীকরনের মাধ্যমে অধিক অভিঘাত শোষনক্ষম (shock absorbent) করার প্রয়াসে জানুয়ারী, ২০০৯ হতে মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণ সংক্রান্ত Basel-II Accord বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকসমূহকে যে গাইডলাইন্স ইস্যু করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্তসার, নীতিমালাটি বাস্তবায়নের ফলে ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার একটি তুলনামূলক চিত্র এবং ভবিষ্যত চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে ডেপুটি গভর্নর মহোদয় আলোকপাত করলেন ।

এ বিষয়ে আমার মন্তব্য হলো -

- Road map অনুসারে জানুয়ারী, ২০১০ এ Basel-II বাস্তবায়নে নমনীয় হওয়ার কোন সুযোগ নেই । প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আপনাদের পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়েছে । প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না থাকলে সে ব্যর্থতার দায়-দায়িত্ব আপনাদের ।

- Basel-II এর ক্ষেত্রে আপনারা কোথায় অবস্থান করছেন তা ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন । অবিলম্বে Action Plan গ্রহণ করে Basel-II compliant হবার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আমি আশা করছি । যারা non-compliant হবেন তাদের জন্য আমার কাছে কোন সুখবর নেই । Regulator হিসাবে আমরা কঠোর হতে বাধ্য হবো ।

- Action Plan এর অংশ হিসাবে Corporate Client দের credit rating এর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন । বিষয়টি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে বিবেচ্য ।

- Basel-II এর বিষয়ে ব্যাংক এর সাথে পৃথক পৃথকভাবে আমাদের আলোচনা চলছে । আপনাদের কোন সুপারিশ থাকলে তা examine করে দেখা যাবে ।

- বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রধান নির্বাহীদের ব্যক্তিগতভাবে সার্বক্ষণিক নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় আনতে পরামর্শ দিচ্ছি ।

- Basel-II এর নতুন রূপরেখাটি Basel-I এর চেয়ে অধিকতর বিশদ ও ঝুঁকি সংবেদনশীল পদ্ধতি । ফলে, এ পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংকসমূহের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন আবশ্যক । ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যে বেশ কিছু গাইডলাইন্স জারী করার পাশাপাশি Risk Management Unit গঠনের জন্য ব্যাংকসমূহকে নির্দেশ দিয়েছে । কেননা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা জারী যথেষ্ট নয় বরং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ও এর বাস্তবায়ন culture খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Risk Management Unit এর TOR নির্ধারণ করে দেয়া হচ্ছে । আপনারা হয়তো ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে আমাদের নির্দেশনা পেয়েছেন ।

- ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ন্যূনতমকরণের মাধ্যমে পরিস্থিতিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে একটি উপযুক্ত risk governance এর ভিত্তি গড়ে তোলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকেও একটি Risk Management Unit গঠন করা হচ্ছে ।

চলমান পাতা......../০৭

- আপনারা জানেন যে, আন্তর্জাতিকভাবে stress testing techniques ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে । ফলে, stress testing techniques প্রয়োগের জন্য কাজ শুরু করার ব্যাপারে আমি আপনাদের আহবান জানাচ্ছি । এটি ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি অধিকতর মূল্যায়নে সক্ষম হবে এবং প্রয়োজনীয় মূলধন কাঠামো গঠনের পরিকল্পনা গ্রহনে সহায়তা করবে ।
- Non-qualifying ব্যাংকগুলোর আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে এখনই উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে । আপনাদেরকে মূলধন ঘাটতি মোকাবেলায় একটি Comprehensive Capital Plan প্রস্তুতকরণের জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি । এছাড়া, যে সমস্ত ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে আমি তাদেরকে ভবিষ্যত ঝুঁকি মোকাবেলায় Capital buffer গড়ে তোলার অনুরোধ করছি ।
- Basel-II বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে capacity build up এর বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ । ফলে, এ বিষয়ে জনশক্তিকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের কর্মসূচী আপনারা অব্যাহত রাখবেন বলে আশা করি ।

সবশেষে আমি ব্যাংকিং খাতের অটোমেশন প্রসঙ্গটি তুলে ধরতে চাই । এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছে । তবে আমাদের এ দিকে আরো তৎপর হতে হবে । এরই মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ই-পেমেন্ট ব্যবস্থায় বেশ কিছু নয়া উদ্যোগ নিয়েছে । মূলতঃ ব্যাংক নির্ভর মোবাইল পেমেন্ট ভিত্তিক সৃজনশীল এসব উদ্যোগ নিশ্চয় আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে । আমরা ই-পেমেন্ট গেটওয়ে স্থাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় কাজেও হাত দিয়েছি । সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন আমরা সীমিত আকারে হলেও বেশ কার্যকরী হবে এমন ই-কমার্স চালু করতে পারব । তবে এসব কাজকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করবে আমাদের বাস্তবায়নাধীন অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ ।

অর্থনৈতিক সেবা প্রদানে দক্ষ আর্থিক ভিত্তি গড়ে তোলা তথা তথ্য প্রযুক্তিতে বিকশিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার সুবিধার্থে অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ বাস্তবায়নের বিষয়টি আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার । ফলে, যে সমস্ত ব্যাংক যথাসময়ে এ বিষয়ে তাদের করণীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করবে না তাদেরকে নতুন শাখা স্থাপন, এডি লাইসেন্স প্রদান, বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা এমনকি ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণের চাকুরীকাল বর্ধিতকরণের বিষয়টি বাংলাদেশ ব্যাংক নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করবে ।

বাংলাদেশ ব্যাংক, একই সঙ্গে অটোমেশন কার্যক্রমকে আরো জোরদার করার জন্য আন্তর্জাতিক মানের সফট্‌ওয়্যার প্রকিউর করে চলেছে । ইআরপি বা এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং ডাটা ওয়্যারহাউজ, যুগপোযোগী ব্যাংকিং সলিউশন, সিস্টেম ইন্টিগ্রেশন, সিআইবি অটোমেশন, ই-টেন্ডারিংসহ সংশ্লিষ্ট তথ্য-নির্ভর ভিত্তিক কাজে আমরা হাত দিয়েছি।

আশা করছি, আপনাদের সকলের সহযোগিতা পেলে আমরা সত্যি সত্যি বিশ্বমানের ব্যাংকিং ব্যবস্থা এই বাংলাদেশে নিশ্চয়ই গড়ে তুলতে পারব । ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার এই কাজে তাই আপনাদের সকলের কর্মতৎপরতা একান্ত কাম্য ।

-